গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,যশোর
(শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা)
www.dcjessore.gov.bd

স্মারকনং-০৫.৪৪.৪১০০.০৮.১৮.০০৫.২০১৮.(৮৮৮(১০০) তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

মহাকবি মধুসূদন পদক প্রদান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি (বিস্তারিত)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ যশোরের কৃতি সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে **'মাইকেল মধুসূদন ফাউন্ডেশন'** যশোর কর্তৃক সাহিত্য প্রেমিদের সাহিত্য চর্চা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছরের মত এবারও ২০১৯ সালের জন্য **'মহাকবি মধুসূদন পদক'** প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর সৃষ্টিশীল কবিতা ও নাটকের উপর ০১ (এক)টি, গবেষণাধর্মী (মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর)/প্রবন্ধ/উপনস্যাস এর উপর ০১(এক)টি সর্বমোট ০২(দুই)টি পদক প্রদান করা হবে। **'মহাকবি মধসূদন পদক'** গ্রহণে আগ্রহী কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক ও গবেষকদের নিকট হতে আবেদন আহবান করা হচ্ছে। **'মহাকবি মধুসূদন পদক'** এর পুরস্কার বাবদ সম্মানী হিসেবে নগদ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ০১ টি পদক উক্ত ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে। নীচের শর্তাবলী সাপেক্ষে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক আবেদন করতে পারবেন।

শর্তাবলী:

১. আগ্রহী সাহিত্যিক অথবা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি সৃজনশীল (কবিতা), সাহিত্যকর্ম এবং নাটক এর উপর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন ।
২. আগামী ২০/৯/২০১৮ তারিখ হতে ২১/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. ইতোপূর্বে পদক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তিনি আর আবেদন করতে পারবেন না।
৪. দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সাথে পদকের জন্য বিবেচ্য বই এর ০৫(পাঁচ) টি কপি সংযোজনী হিসেবে জমা দিতে হবে।
৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য কর্মের উপর গবেষণা গ্রন্থ অগ্রাধিকারভাবে পদক প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে।
৬. একজন ব্যক্তি ০২(দুই) বিষয়ের উপর আবেদন করতে চাইলে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন ফরম ব্যবহার করতে হবে।
৭. একটি বিষয়ের পদকের জন্য একটি সাহিত্য কর্ম প্রেরণ করতে হবে। এক বিষয়ের জন্য একের অধিক সাহিত্য কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনপত্র সংগ্রহ:

অনলাইনে www.jessore.gov.bd থেকে ফরম ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদনপত্র জমাদানের ঠিকানাঃ

জেলা প্রশাসক ও সভাপতি
মাইকেল মধুসূদন ফাউন্ডেশন
শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,যশোর
ফোনঃ ০৪২১-৬৮৫২২ ও ৬৮৫০০

(মো: আব্দুল আওয়াল)
জেলা প্রশাসক, যশোর
ও
সভাপতি
মাইকেল মধুসূদন ফাউন্ডেশন, যশোর।